প্রথম আলো

তারিখ 18 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বিকল পড়ে আছে কয়েক লাখ টাকার শিক্ষা উপকরণ

আলিফ-উর-রহমান ●

রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে আছে কয়েক লাখ টাকার মাল্টিমিডিয়া শিক্ষা উপকরণ। অভিযোগ রয়েছে, এই শিক্ষা উপকরণ মেরামতের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।

এই অবস্থায় নতুন করে মাল্টিমিডিয়া শিক্ষা উপকরণ কেনার কথা ভাবছে প্রশাসন।

সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড করার উদ্দেশ্যে এ বছরের শুরুর দিকে কৃষি অনুষদ এবং কৃষি ব্যবসা ব্যবস্থাপনা অনুষদের শ্রেণীকক্ষগুলোতে যোগ করা হয় দৃষ্টি ও শ্রবণসুবিধাসংবলিত মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর। কিন্তু ব্যবহার না হওয়ায় এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কয়েক মাস না পেরোতেই কৃষি ব্যবসা ব্যবস্থাপনা অনুষদের শ্রবণসুবিধা এবং কৃষি অনুষদের দৃষ্টি ও শ্রবণসুবিধাসংবলিত সব কটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বিকল হয়ে যায়।

কৃষি অনুষদের লেভেল-৩-এর শিক্ষার্থী ফাতিহা কাল্লাম অভিযোগ করে বলেন, এ যন্ত্রগুলো দীর্ঘদিন ধরে নষ্ট হয়ে পড়ে ছিল। তারপর একসময় দেখি, তা খুলে নেওয়া হয়েছে। ঠিক করার কথা বলে সেই যে খুলে নেওয়া হয়েছে, আজ পর্যন্ত আর লাগাতে দেখিনি।

এ ব্যাপারে কৃষি অনুষদের অধীন উদ্ভিদরোগতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এম সালাউদ্দীন এম চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, ২০১২ সালের শুরুর দিকে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক শাহ্ ই আলমকে মাল্টিমিডিয়া শিক্ষা উপকরণ কেনার প্রয়োজনীয়তার কথা বললে তিনি একটি ক্রয় কমিটি গঠন করে দেন। তখন ওই কমিটি ১২টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয়ের ব্যাপারে সুপারিশ করে, এর প্রতিটির দাম পড়ে প্রায় ৫৪ হাজার টাকা। কিন্তু ক্রয় কমিটি এ যন্ত্রগুলো কিনে শ্রেণীকক্ষে না লাগিয়ে ফেলে রাখে। প্রায় আট মাস ফেলে রাখার পর এগুলো যখন লাগানো হয়, তার কয়েক সপ্তাহ পরেই প্রতিষ্ঠানটি থেকে দেওয়া বিনা মূল্যে মেরামতের সময়সীমা পার হয়ে যায়। কিন্তু সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কয়েক মাস না পেরোতেই এগুলো নষ্ট হয়ে যায়। আর ক্রয় কমিটি কেনার সময় প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি কোনো চুক্তি করেনি। তাই যে প্রতিষ্ঠানটি থেকে কেনা হয়েছে, তারা আর মেরামতের দায়িত্ব নিচ্ছে না।

এ ব্যাপারে কৃষি অনুষদের সদ্য বিদায়ী ডিন অধ্যাপক এম জাহিদুল হক ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, 'আমরা এগুলো ঠিক করার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। কিন্তু এগুলো ঠিক করতে প্রতিটির জন্য খরচ হবে প্রায় ৪০ হাজার টাকা। আর কিছু টাকা যোগ করলে নতুন কেনা সম্ভব। তাই এগুলো ঠিক না করে আবার কেনার চিন্তা করা হচ্ছে। আসন্ন ভর্তি পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত টাকা দিয়েই এগুলো কেনার পরিকল্পনা রয়েছে।'

জাহিদুল হক আরও বলেন, 'আমাদের এ বিষয়ে কোনো দক্ষ জনবল না থাকায় সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়নি। তাই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুজন লোক নিয়োগের কথা ভাবা হচ্ছে।'